শিক্ষক সমিতির মুজিবনগর উপজেলা শাখার কমিটি গঠন

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি মুজিবনগর উপজেলা শাখার কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের হলরুমে এই শিক্ষক সমিতির কমিটি গঠন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে জয়পুর-তারানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক আজিজুল হক এর সভাপতিত্বে, জেলা কমিটির সদস্য বৃন্দুর উপস্থিতে আলোচনা সভার মাধ্যদিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়। সর্বসম্মতি ক্রমে গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহিরুল ইসলাম কে সভাপতি, মুজিবনগর আম্রকানন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক শরিফুল ইসলাম কে সাধারণ সম্পাদক ও এম এম একাডেমী এর সহকারী শিক্ষক বায়েজিদকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

আলোচনা শেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি আজিজুল হক কমিটির ঘোষণা করেন।

মেহেরপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে নবাগত ডিসির মতবিনিময়

মেহেরপুরে কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে জেলা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেছেন নবাগত ডিসি সিফাত মেহনাজ।

আজ বুধবার বিকালে ডিসির সম্মেলন কক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ডিসি সিফাত মেহনাজের সভাপতিত্বে সাংবাদিকদেও মধ্যে বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল আলম, ফারুক হোসেন, মেহেরপুর

প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, বাংলাভিশনের স্টাফ রিপোর্টার তুহিন আরন্য, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, ইত্তেফাক প্রতিনিধি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, বাংলা নিউজ ২৪ জেলা প্রতিনিধি জুলফিকার আলী কানন, বিজয় টিভি প্রতিনিধ তোহিদ উদ দৌলা রেজা, ঢাকা পোস্ট প্রতিনিধি আক্তারুজ্জমান, নাগরিক টিভি প্রতিনিধি রাব্বি আহমেদ, এখন টিভি প্রতিনিধি মুজাহিদ আল মুন্না, সাংবাদিক সাদ আহমেদ, আক্তার হোসেন প্রমুখ।

সাংবাদিকরা তাদের বক্তব্যে বলেন, তথ্য প্রবাহের এই যুগে নতুন ডিসির কাছে আহবান থাকবে তথ্যের প্রবাহ নিশ্চিত করে জেলার উন্নয়নে সাংবাদিকদের সাথে রাখা। মেহেরপুরের বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনলাইন জুয়া, মাদক, আইন-শৃঙ্খলা, কৃষি, বাজার নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন বিষয়ে জেলা প্রশাসনকে কাজের বিষয়ে অগ্রাধিকারের আহবান জানান।

নবাগত ডিসি সিফাত মেহনাজ তার বক্তব্যে বলেন, আমি সরকারি কর্মকর্তা, ছাত্র প্রতিনিধি ও সাংবাদিকদের সাথে পৃথক ভাবে মতবিনিময় করেছি। আমি সাংবাদিকদের কাছে থেকে সবথেকে বেশি তথ্য পেয়েছি। সরকার আমার উপর আস্থা রেখে মেহেরপুরের ডিসি হিসেবে পদায়ন দিয়েছে। আমি মেহেরপুরকে নিজের জেলা মনে করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করতে আপনাদের সহযোগীতা চাই।

মুজিবনগরে কৃষকদের মাসকলােইর বীজ বিতরণের উদ্বোধন

মুজিবনগরে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে খরিপ-২ মৌসুমে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষে বীজ বিতরণের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে, উপজেলার ৪ শত কৃষকের মাঝে এই বীজ বিতরণের উদ্বোধন করা হয়।

বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম প্রধান

অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বীজ বিতরণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষি প্রশিক্ষণ অফিসার শামসুল আলম, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত রত্ন, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার মাশরুবা আলম।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে খরিপ-২ মৌসুমে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় উপজেলার ৪ শত কৃষকের মাঝে ৫ কেজি মাসকলাই বীজ ১০ কেজি ডিএপি ৫ কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হবে।

মুজিবনগরে বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মুজিবনগরে টানা তিনদিনের বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে উপজেলা প্রশাসন।

আজ বুধবার সকাল থেকে সারাদিনব্যাপী অসহায় পরিবারগুলোর বাসায় যেয়ে নিজ হাতে খাবার সামগ্রী তুলে দিয়ে আসছেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার মাশরুবা আলম।

এ সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম অসহায় মানুষদের সরকারিভাবে বিভিন্ন সহযোগিতা করা হবে বলে আশ্বস্ত করেন।

তিনি বলেন ,প্রথম পর্যায়ে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিপদগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সাময়িকভাবে ১০ কেজি করে চাউল দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তীতে তাদের সরকারিভাবে আরও সহযোগিতা করা হবে।

শিক্ষকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে শিক্ষকদের উপর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহযোগীদের দ্বারা হামলার প্রতিবাদে কর্মবিরতি ও মানববন্ধন করেছে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ।

বৈষম্য বিরোধী সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের আয়োজনে আজ বুধবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক ও মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ শরিফুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, মাধ্যমিক শিক্ষকরা মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনে আসতে পারবেন না। অথচ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, NCTB, NAEM, শিক্ষাবোর্ডসহ সকল শিক্ষা প্রশাসনে শিক্ষকরাই কৃতিত্বের সাথে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে আসছেন কিন্তু তারা চর দখলের মতো এই পদগুলো অনৈতিকভাবে দখল করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকে নিজেদের স্বার্থে ফ্যাসিবাদি কায়দায় পিছিয়ে দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্র করছেন।

সরকারি মাধ্যমিকের ২০২১ সালের নিয়োগবিধি অনুযায়ী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও সহকারি মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের ৫০% পদ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক ও সহকারি শিক্ষকদের জন্য সংরক্ষিত ইতোমধ্যে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার পদে পদায়নের জন্য মাউশি দরখাস্ত আহবান করেছেন এবং পদায়নের কাজ চলামান রয়েছে। অথচ একটি মীমাংসিত বিষয়কে ফ্যাসিবাদি কায়দায় কিছু অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজশে মাধ্যমিক শিক্ষকদের বঞ্ছিত করে বিধি বহির্ভূত ভাবে জেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার পদে পদায়নের গভীর ষড়যন্ত্র করছেন।

তারা আরো বলেন, ১৭/০৯/২০২৪ তারিখে ন্যাক্কারজনক সন্ত্রাসী হামলার দোষীদের নিরপেক্ষ তদন্তপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। বিধি বহির্ভূত কর্মকান্ডের সাথে জড়িতদের বিভাগীয় শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় সরকারি মাধ্যমিকের শিক্ষকরা কঠোর থেকে কঠোরতর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবে।

এসময় মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, নাসির উদ্দিন আহমেদ, মোঃ এমরান হোসেন, এ.এস.এম. সাইফুল ইসলাম, মোঃ বাছাদ আলী, মোহা: রফিকুল ইসলাম, মোঃ মামুন আলী মীর, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সিনিয়র শিক্ষক মোঃ সেকেন্দার আলী, মোঃ হাসান ফেরদৌস, মোঃ সোহরাব হোসেন, মোঃ আব্দুল মান্নান, মুহা: সিরাজ উদ্দিন, কে. এম খসরু পারভেজ, মোঃ আলিমুজ্জামান, মোঃ আব্দুল হক, মোঃ লিয়াকত আলী, মোঃ সাইদুর রহমান, মোঃ আব্দুল হামিদ, রেবেকা সুলতানা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচি

আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থ রাখতে বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। বর্তমান সময়ে আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বৃক্ষরোপণ অপরিহার্য।

বৃক্ষরোপণের উপকারিতা ও বৃক্ষরোপণে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষের চারা বিতরণ করেছে ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং,বাংলাদেশ (আইডিইবি) মেহেরপুর জেলা শাখা।

আজ বুধবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের উজলপুর গ্রামের ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এ বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এসময় ২ শতটি ফলদ, বনজ, ঔষধি বৃক্ষ ও ফুলগাছের চারা বিতরণ করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে কাঁঠাল, জলপাই, বহেরা, কদবেল, পেয়ারা,

কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, শিউলি, বকুল, জারুল ইত্যাদি।

এ সময় এক সংক্ষিপ্ত আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ মোঃ আরিফ হোসেন তালুকদার।

এ সময় তিনি বলেন, এ ধরণিতে নিঃস্বার্থ, প্রকৃত ও উপকারী বন্ধু হলো বৃক্ষ। বৃক্ষের ছায়াতলেই গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা। তাই বৃক্ষ ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এক কথায় বৃক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে জড়িত।

ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং, বাংলাদেশ (আইডিইবি) মেহেরপুর জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আব্দুল আলিমের সার্বিক পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা নাজমা সালেহীন।

এছাড়াও এসময় ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং,বাংলাদেশ (আইডিইবি) মেহেরপুর জেলা শাখার উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মোঃ আব্দুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক মনিরুজ্জামান, নির্বাহী সদস্য সোহেল রানা, মোঃ মাসুদ পারভেজ, মোঃ আলমগীর হোসেন, মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ইন্সট্রাক্টর মোঃ শফিকুল ইসলাম, মোঃ ফারুক হোসেন, প্রশিক্ষক আবু হুরায়রা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে শিক্ষক সমাজের সংবাদ সম্মেলনে নানা অভিযোগ

গাংনীতে উপজেলা শিক্ষা অফিসার নাছির উদ্দীনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদে শিক্ষক সমাজের সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে শিক্ষক সমাজের আয়োজনে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে এক শ্রেনীর শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন শিক্ষক সেলিম রেজা। এসময় শিক্ষক নেতা আক্তারুজ্জামান, সেলিম আহমেদ, শরিফুল ইসলাম, নাহারুল ইসলাম, রাশেদুল ইসলাম, ফিরোজ আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমান, রজব আলী, আজমাইন হোসেন, ইব্রাহিম খলিল, আফ্ফান আলী, আব্দুল হাকিম, জালাল উদ্দিন, হাসান আলীসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪ -১৫ ইং সালে প্রাক প্রাথমিক সজ্জিতকরণ বাবদ প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত টাকা উত্তোলন করে ওই শিক্ষক মহল ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছেন।

২০১৭ সালে নব্য জাতীয়করণ প্রধান শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মামলা করার নামে সকল শিক্ষকের নিকট থেকে ১ হাজার টাকা করে মোট ৩ লাখ ৫৫ হাজার টাকা আদায় করেছে ওই মহলটি। অথচ, ওই টাকা দিয়ে কোন মামলা না করে পকেটস্থ করেছেন তারা। সেই টাকা কোনো শিক্ষককে ফেরত দেয়নি। ২০১৮-১৯ সালে ডিজিটাল হাজিরা মেশিন ক্রয়ে করেন ওই মহলটি। তারা সিন্ডিকেড গড়ে তুলে হাতিয়ে নেন প্রায় ৮ লাখ টাকা। তারা প্রতি মাসিক মিটিং এ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক অসুস্থ হলে তাদের চিকিৎসা বাবদ জনপ্রতি ২ শ’ টাকা করে উত্তোলন করেন। উত্তোলিত সেই অর্থ রোগীদের না দিয়ে তারা ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিগত সরকারের সময় শেখ মুজিবেব বই কেনার নামে হাজার টাকা উত্তোলন হাতিয়ে নিয়েছে ঐ চক্রটি।
লিখিত বক্তব্যে তারা আরও বলেন, বর্তমান অন্তর্বতীকালীন সরকারের সময় বিগত দিনের অনিয়ম দুর্নীতি বন্ধ করে নিয়মের মধ্যে আনতে চাওয়ায় ওই মহলটি শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তৈরী করেছেন।

তারা শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধে কাল্পনিক অনিয়ম দুর্নীতির নাটক সাজাচ্ছেন। ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে সাংবাদিকদের মিথ্যা তথ্য দিয়েছে।

তারা অভিযোগ করে বলেন, দীর্ঘ ১৬ বছর যাবত ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দলের পরিচয়ে স্কুলে হাজিরা দেয়নি অনেক শিক্ষক। এখনও তারা ঠিকমত স্কুলে যায়না,এমনকি ক্লাসও করে না।

তারা বলেন, গাংনী উপজেলার মুন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম ফারুক, মোমিনপুর সরকারি প্রাথমিক

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (চলতি দায়িত্ব) নুরুল আমিন এবং বাহাগুন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মাসুদ পারভেজ স্কুলে প্রায় অনুপস্থিত থাকেন। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা অফিসার কারন দর্শানো নোটিশ দিলে তারা শিক্ষা অফিসারকে নানাভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছে। এসব শিক্ষক মানসিক রোগী বলেও আখ্যায়িত করেছেন তারা। এই চক্রের সাথে জড়িতদের নামও উল্লেখ করেন। তারা হলেন, শিক্ষক মাঝহারুল ইসলাম, দানেচুর রহমান, মুক্তি, পারভেজ সাজ্জাদ রাজা, নুরুজ্জামান, তারিকুজ্জামান, আমানুল্লাহ, মাহবুবসহ আরও অনেকে। দীর্ঘ ১৬ বছর যাবত দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষা অফিসারদের রাজনৈতিকভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে নানা অপকর্ম ও নামে বেনামে টাকা উত্তোলন করে ভাগ বাটোয়ারা করেছে বলে অভিযোগ করেন তারা।

বর্তমানে তাদের কথামত কাজ না করায় শিক্ষা অফিসারদের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের দিয়ে হেনস্তা করছে এবং বিভিন্ন দপ্তরে শিক্ষা অফিসারদের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করছে। বিগত সময়ে দায়িত্বরত শিক্ষা অফিসার মো. মোস্তাফিজুর রহমান, ফারুক হোসেন, আকবর আলী, মো. সামসুজ্জামান, আতাউর রহমান, আলঅউদ্দীন এবং বর্তমান শিক্ষা অফিসার নাছিরউদ্দীনকেও বলির পাঠা বানিয়ে নানাভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তারা।

অভিযোগে আরও জানান, মোমিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (চলতি দায়িত্ব) নুরুল আমিন বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত সহ নানা অনিয়ম তুলে স্থানীয় অভিভাবকদের অভিযোগের ভিত্তিতে ২৪/০৯/২০২২ ২৯/০৯/২০২২, ২১/০৩/২০২৩, ২৫/০১/২০২৪ এবং ০৪/০২/২০২৪ খ্রী: অনুপস্থিত থাকার কারনে কারন দর্শানো নোটিশ দেয়া হয়। তিনি নোটিশের কোন জবাব দেননি। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. আরিফ হাসান স্কুল পরিদর্শনে গেলে ২১/০৩/২০২৩ ও ০৪/০৪/২০২৩ তারিখে তাকে অনুপস্থিত পাওয়া গেলে কারন দর্শানো নোটিশ দেয়া হয়। ২০২৩ সালে তিনি মুভমেন্ট রেজিস্টার ব্যবহার ও হালনাগাদ করেননি। নৈমিত্তিক ছুটির রেজিষ্টারও হালনাগাদ করেননি।তিনি ১৭/০১/২০২৪ ও ১৮/০১/২০২৪ তারিখে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত ছিলেন।

এব্যাপারে ক্লাষ্টার অফিসার ২১/০১/২০২৪ তারিখে পরিদর্শনে গেলে তাকে অনুপস্থিত পাওয়া যায়। একইভাবে ক্লাষ্টার অফিসার আরিফ হাসান স্কুল পরিদর্শনে গেলে ১ থেকে ৩ সেপ্টেম্বর, ২৪ তারিখেও অনুপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও তিনি সরকারিভারে প্রদানকৃত ল্যাপটপ বিক্রি করে দিয়েছিলেন।পরে শিক্ষা অফিসার ব্যবস্থা নেয়ার কারনে পরবর্তীতে

ল্যাপটপ ফেরত দেয়।

এসব অভিযুক্তদের সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে আইনের আওতায় নিলে থলের বিড়াল বেরিয়ে আসবে এবং তাদের শাস্তি নিশিচত হলে শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসবে বলে জানান এসব শিক্ষকবৃন্দ।

সাবেক এমপি খোকন ও সাবেক ওসি হরেন্দ্রনাথ সরকারের নামে চাঁদাবাজি মামলা

পাঁচ লাখ টাকা চাঁদার দাবী ছিলো গাংনী থানার তৎকালিন ওসি হরেন্দ্রনাথ সরকার, সাবেক এমপি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনসহ অন্যান্য আসামিদের। ভিকটিম এসব আসামিদের হাতে ২ লাখ টাকা চাঁদা দিয়েও মুক্তি পাননি। ওসি হরেন্দ্র নাথ সরকার দাবিকৃত ৫ লাখ টাকা চাঁদা না পেয়ে ভিকটিমকে শারীরিকভাবে নির্যাতনসহ ক্রস ফায়ারের হুমকি ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ ৩ টি মিথ্যা মামলা দিয়ে চালান দেন কোর্টে।

ঘটনার পাঁচ বছর পর গাংনী পৌরসভার চৌাগাছা গ্রামের ভিকটিম মনিরুজ্জামান(৪৪) বাদী হয়ে বিজ্ঞ আমলী আদালত, গাংনীর বিচার জাহিদুর রহমানের আদালতে ২১ জনকে আসামি করে ধারা ৩৬৪/৩৮৫/৩৮৬/৩৮৭/১১৪/৫০৬(২০) পিসি একটি মামলা দায়ের করেছেন।

মামলায় অন্যান্য আসামিরা হলেন, গাংনী থানার তৎকালিন উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল হক, এসআই বখতিয়ার, এসআই ইসরাফিল হক এসআই নারদ কুমার, এএসআই শরীফুল ইসলাম, এএসআই রেদওয়ানুল হক, ডিএসবির কনস্টেবল বজলুর রহমান, চৌকিদার মো: শামীম, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, গাংনী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের আওয়ামীলীগ নেতা আইতাল হক, আব্দুর রশিদ, গাংনী শহরের আব্দুল খালেক, গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক চৌগাছা গ্রামের মজিরুল ইসলাম মিয়া, নিশিপুর গ্রামের আব্দুল কাদের, বামন্দী বাসস্ট্যান্ড এলাকার রাজনুল হক, শিমুলতলা গ্রামের

আকছেদ আলী, কাজিপুর গ্রামের মো:স্বপন আলী, মো: ঝন্টু, ও মটমুড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ।

বাদী মনিরুজ্জামানের মামলার এজাহােও জানা গেছে, ২০১৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর বিকাল আনুমানিক সাড়ে ৪ টার সময় বাদি গাংনী উপজেলা শহরের আব্দুল মালেক ফল ভান্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এসময় আসামি চৌকিদার মো: শামীম আমাকে ডেকে নিয়ে যুবলীগ নেতা মোশাররফ হোসেনের অফিসে যায়। আমি সেখানে পৌছানো মাত্রই ১২ থেকে ২১ নং আসামিরা আমাকে চড় থাপ্পর মারতে থাকেন। এসময় তারা বলেন ৫ লাখ টাকা চেয়েছিলাম। এখনো পরিশোধ করিসনে কেনো। পরে আমার পরিবারের লোকজনকে ৯ নং আসামি ডিএসবি কনেস্টবল বজলুর রহমান আমার বাড়িতে খবর দেন। পরে পরিবারের লোকজন ১ লাখ টাকা নিয়ে মোশাররফ হোসেনের অফিসে আসেন। এসময় তিনি আরও টাকা দাবি করেন। তাদের দাবিকৃত টাকা দিতে না পারায় থানা পুলিশকে খবর দেন। পরে গাংনী থানার এস আই আব্দুল হকের নেতৃত্বে ৬/৭ জন পুলিশ এসে আমাকে আটক করে থানায় নেন। পরে তৎকালিন ওসি হরেন্দ্র নাথ সরকারের অফিস কক্ষে আমাকে চোখ বেঁধে ও পিচ মোড়া করে হাতে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে মারপিট করতে থাকে।

এসময় ওসি হরেন্দ্রনাথ সরকার বলেন ৫ লাখ টাকা না দিলে আজ রাতেই তোকে ক্রস ফায়ার দিয়ে হত্যা করবো। এক পর্যায়ে চোখ বেঁধে পুলিশের গাড়িতে তুলে নিয়ে মাঠে নিয়ে ক্রস ফায়ারের ভয় দেখায়। এক পর্যায়ে অকথ্য নির্যাতনের ফলে রাত আনুমানিক ১ টার দিকে আমার খালার কাছ থেকে ও মায়ের স্বর্ণালংকার বিক্রির দুই লাখ টাকা দিই। তারপরেও আমাকে না ছেড়ে দিয়ে বাকি দুই লাখ টাকা না পেয়ে আমাকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারের মিথ্যা ঘটনা সাজায়। পরে একটা সার্টারগান ও বিস্ফোরক আইনে অন্য দুটি মিথ্যা মামলা দিয়ে পরের দিন আদালতে প্রেরণ করেন। মামলাগুলো এখন আদালতে বিচারাধীন। এসব মিথ্যা মামলার ফলে আমার শারীরিক ও মানষিক ক্ষতি হয়েছে। এতোদিন পরিস্থিতি অনুকুলে না থাকায় মামলা করার সাহষ পাইনি।

মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবি অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান জানান, বিজ্ঞ বিচারক আমাদের আরজি শুনে খুশি হয়ে গাংনী থানা পুলিশকে মামলাটি নথিভ’ক্ত করার আদেশ দিয়েছেন। আমরা আশা করছি আমরা আদালতে ন্যায় বিচার পাবো।

সাবেক এসপি নাহিদকে প্রধান আসামি করে ২৬ জনের নামে মামলা

মেহেরপুর সদর উপজেলার হিজুলি গ্রামের জামায়াত নেতা ও ইউপি সদস্য (মেম্বর) আব্দুল জব্বারকে গুলি করে হত্যা করে বন্দুকযুদ্ধ বলে চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগে তৎকালিন পুলিশ সুপার (এসপি) একেএম নাহিদসহ পুলিশের কয়েকজন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট ও আওয়ামীলীগ নেতাসহ ২৬ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর আমলী আদালতে মামলাটি দায়ের করা হয়।

এ নিয়ে মেহেরপুরের তৎকালিন পুলিশ সুপার একেএম নাহিদুল ইসলামের নামে মেহেরপুর আদালতে দুইটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

২০১৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর জামায়াত নেতা আব্দুল জব্বারকে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ তার বাড়ি থেকে আটক করে। ওই রাতেই তাকে গুলি করে হত্যার পর বন্দুকযুদ্ধ হিসেবে ঘটনা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে। শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি আসামিরা। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা ও অস্ত্র গোলাবারুদ উদ্ধারের নাটক সাজায় আসামিরা।

মেহেরপুরের চাঞ্চল্যকর আব্দুল জব্বার হত্যাকাণ্ডের মামলায় এজাহার নামীয় ২৬ জন আসামির মধ্যে রয়েছেন- তৎকালীন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাঈদ মোমিন মজুমদার, ওসি তদন্ত তরিকুল ইসলাম, সদর থানার এসআই শরজিদ কুমার ঘোষ, এসআই গাজী ইকবাল হোসেন, কনস্টেবল সাধন কুমার ও নারদ কুমার, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি জনপ্রশাসন মন্ত্রীর ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম।

এছাড়াও অজ্ঞাত পরিচয়ের আরও ২০-৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে। নিহত আব্দুল জাব্বরের ছেলে আব্দুল মালিতা বাদি হয়ে মামলাটি দায়ের

করেছেন।

বিজ্ঞ আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে সদর থানার ওসিকে এফআইআরএর নির্দেশ দিয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন বাদি পক্ষের আইনজীবী কামরুল ইসলাম। আসামিরা পরস্পর জোগসাজসে আব্দুল জব্বারকে আটক করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পরিবারের।

মামলার আর্জিতে উল্লেখ করা হয়েছে, নিহত আলহাজ্জ আব্দুল জব্বার ইসলামি ভবাদর্শের তৃণমূলে নেতা এবং আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের ৯নং ওয়ার্ড সদস্য (মেম্বর) ছিলেন। পরবর্তী নির্বাচনে তিনি আমঝুপি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী ছিলেন।

মামলার আর্জিতে আরও বলা হয়েছে, আব্দুল জব্বারের পাশাপাশি তার ছেলেকেও (মামলার বাদি) গ্রেফতার করে সদর থানা হাজতে রাখা হয়। পরে ছেলেকে একটি মামলা আদালতে সোপর্দ করা হলেও আব্দুল জব্বারকে শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন শেষে বুকে পিঠে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘটনার দুই মাস পর বাদি জামিনে মুক্তি পেয়ে স্বাক্ষীদের কাছ থেকে হত্যাকান্ডের বিষয়টি জানতে পারেন।

প্রসঙ্গত, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সহকারি সেক্রেটারি তারিক মুহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে বন্দুকযুদ্ধের নামে হত্যার অভিযোগে গেল ৬ সেপ্টেম্বর একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন তার ভাই। এ মামলটিরও প্রধান আসামি তৎকালিন পুলিশ সুপার একেএম নাহিদুল ইসলাম। মামলাটিতে পুলিশ, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতাকর্মী আসামি রয়েছেন।

মেহেরপুরে চাষীদের কার্ড বাতিলের প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুর সদর উপজেলার কালি গাংনী গ্রামের ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির লিফ রিজনের অর্ধশত তামাক চাষীদের তামাক বিক্রয়ের কার্ড প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে বাতিল করার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে ভুক্তভোগী চাষীরা।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে কালিগাংনী-কাথুলী সড়কে মানববন্ধন করেন তামাক চাষীরা। মানববন্ধনে নেতৃত্বদেন, কালিগাংনী গ্রামের লিফ রিজনের তামাকচাষী মানিক হোসেন।

তিনি লিখিত বক্তব্যে বলেন, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (আর এম) হাসিবুর রহমান, এরিয়া লিফ ম্যানেজার সাইফুল ইসলাম, সহকারী লিফ ম্যানেজার তাসনিম হোসেন, যোগদানের পর থেকে মেহেরপুরে অনিয়ম দুর্নীতির মাধ্যমে তামাক ক্রয় করে আসছিলেন। গত বছর আমাদের এলাকার প্রকৃত তৃাাক চাষীদের তামাক না নিয়ে দালালদের মাধ্যমে অন্য জেলার বড় বড় তামাক ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে কেজিপ্রতি কমিশন নিয়ে নিম্নমানের তামাক ক্রয় করেন। ফলে কার্ডে তামাক বিক্রি করা ও ন্যায্যমুল্য থেকে বঞ্চিত হন চাষীরা। এমন নানা অনিয়মের প্রতিবাদ করি। এঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে কালিগাংনী গ্রামের লিফ রিজনের প্রায় ৪০ জন তামাক চাষীর কার্ড অবৈধভাবে বাতিল করেছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি।

আমরা এই ঘটনার বিষয়টি ব্রিটিশ টোব্যাকো কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সুদৃষ্টি কামনা করছি। কার্ড কেটে দেওয়ার বিষয়টি তদন্ত করে নিয়মানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করছি। একই সাথে আমাদের কার্ড তালিকাভুক্ত করার দাবী জানাচ্ছি।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, কালি গাংনী গ্রামের লিফ রিজনের তামাক চাষী, জাকের হোসেন, ইশারত আলী, জিনারুল ইসলাম, পিকলু, জিয়া উল হক, ইয়ারুল ইসলাম, সরোত দাস, ভরোত দাস, রকবুল হোসেন, গোলাম মোস্তফা, রমজান আলী, আখের আলী, মাহাবুল হক, আসাদুল হকসহ গ্রামের অর্ধশত তামাক চাষীরা মানববন্ধনে আংশ গ্রহন করেন